

শ্রীহনুমৎ পঞ্চচামর স্তোত্র (বাংলা অনুবাদ)

Text Title: Hanumat Pañcha Chāmaram

Original Script: संस्कृत (Devanāgarī)

Transliteration: Bengali

Category: Hanumān Stotra

শ্লোক ১

হে দয়াময় হনুমান, তোমাকে প্রণাম।
তুমি সুবর্ণ পর্বতের মতো উজ্জ্বল, আকাশের বায়ুদেবের পুত্র।
তিন জগতে তোমার সমান বুদ্ধিমান, বীর ও সিদ্ধিদাতা কেউ নেই।

শ্লোক ২

বাল্যকালে ফল ভেবে সূর্যকে গ্রাস করতে উড়ে গিয়েছিলে,
কিন্তু তুমি সমস্ত বেদ ও শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করলে।
তোমার মনোমুগ্ধকর কথা রঘুনাথের কানের অলঙ্কার হয়ে উঠল,
এবং তাঁর মনকমলকে পরিপূর্ণ আনন্দ দিল।

শ্লোক ৩

হে পবনপুত্র, তুমি জগতের প্রভু রামচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করে,
বিশ্বজুড়ে পরিচিত এক রামভক্ত হয়ে উঠলে।
তুমি সমুদ্র লঙ্ঘন করে দীন সীতামাতাকে দেখতে পেয়েছিলে,
এবং লঙ্কা সহ রাবণের অহংকারকে দগ্ধ করেছিলে।

শ্লোক ৪

তুমি যখন রাবণের অশোকবাটিকায় কৃশ সীতাকে দেখলে,
তখন তুমি সংস্কৃত ভাষায় মধুর বাক্যে তাঁকে শান্ত করলে।

তুমি রাবণের সামনে ঘোষণা করলে—
সব দুষ্ট রাক্ষসদের বিনাশের সময় এসে গেছে—নীতি দ্বারা বা ভয়ে।

শ্লোক ৫

হে মহাবলী! তুমি মহান পর্বত উত্তোলন করে ঔষধি নিয়ে এলে,
এবং রামদ্রাতা লক্ষ্মণকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচালে।
রঘুনাথ নিজে তোমাকে আত্মীয় মনে করলেন,
এবং তুমি সমস্ত বিশ্বের বন্ধুও হলে।

শ্লোক ৬

যে যেখানে রামকীর্তন শোনে বা করে,
সেখানে সেখানে তুমি অশ্রুসজল নয়নে উপস্থিত থাকো।
হে অঞ্জনাসূত, আমাকেও সেইরূপ ভক্তি দাও—
যাতে আমি রামের দাসের দাস হতে পারি।

শ্লোক ৭

হে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী হনুমান! তোমার জীবন অনন্য ধন্য।
যখন সীতামাতা মুক্তের মালা দিলেন, তুমি তা ত্যাগ করলে।
রঘুনাথ নিজে তোমাকে বৃকে জড়িয়ে বললেন—
“হনুমান, আমার যা কিছু আছে, সব তোমারই।”

শ্লোক ৮

হে হনুমান! তুমি যে রাম ও সীতার মনোমোহন আনন্দদাতা,
আমার মনও যেন সর্বদা রামচন্দ্রের মধ্যে স্থির থাকে।
যেমন প্রভু রাম সর্বদা তোমার দিকে চেয়ে থাকেন,
তেমনি তিনি যেন সদা আমার প্রতিও দৃষ্টি রাখেন।

শ্লোক ৯

হে পবনপুত্র, এই “পঞ্চচামর স্তোত্র” আমি দাসভাব নিয়ে তোমাকে নিবেদন করছি,
তুমি আনন্দিত মনে এটি গ্রহণ করো।
অন্তরের হয় শত্রু— কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাত্সর্য— দ্রুত ধ্বংস করো,
এবং জন্ম-মৃত্যুর কাদামাটি থেকে আমাকে মুক্ত করে রক্ষা করো।

উপসংহার

এইভাবে শ্রীহনুমৎ পঞ্চচামর স্তোত্র সমাপ্ত।
যে ভক্ত একাগ্রচিত্তে এই স্তোত্র পাঠ করে,
সে ভয়, শত্রু, দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে
শ্রীরামের অশেষ কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করে। 🙏

-----0--0--0-----